গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
উপকরণ-১ অধিশাখা
www.moa.gov.bd

স্মারক নম্বর: ১২.০০.০০০০.০২৭.২৬.০০১.২১.৪৬

তারিখ: ২৪ মাঘ ১৪৩০
০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

বিষয়: চলতি সেচ মৌসুমে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে কৃষকগণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য সেচে পানির ব্যবহারের লক্ষ্যে অল্টারনেট ওয়েট অ্যান্ড ড্রাই পদ্ধতি জনপ্রিয় করা এবং অফ-পিক আওয়ারে সেচ যন্ত্র পরিচালনার নিমিত্ত জনসেচতনতামূলক প্রচারণা সংক্রান্ত।

সূত্র: বিদ্যুৎ বিভাগ এর সিনিয়র সচিব মহোদয়ের আধা-সরকারি পত্র নম্বর: ২৭.০০.০০০০.০৫২.৯৯.০০৯.২১-২৬; তারিখ: ১৮/০১/২০২৪।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত আধা-সরকারি পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণ এবং চলতি সেচ মৌসুমে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরণের জন্য বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে কৃষকগণকে উদ্বুদ্ধ করার নিমিত্ত সেচের পানি ব্যবহারের লক্ষ্যে অল্টারনেট ওয়েট অ্যান্ড ড্রাই পদ্ধতি জনপ্রিয় করা এবং অফ-পিক আওয়ারে (রাত ১১.০০ হতে সকাল ৭.০০ টা) সেচ যন্ত্র পরিচালনার নিমিত্ত জনসেচতনতামূলক প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনা মোতাবেক ০১(এক) পাতা।

মো: জসিম উদ্দিন
উপ সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
সরেজমিন উইং
খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫

স্মারক নং: ১২.০.০০০০.১৬২.১৬.০০২ .২২ – ২৪২

তারিখ: ২৯/০২/২০২৪ খ্রি.

পত্রের মর্মানুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

(মোঃ তাজুল ইসলাম পাটোয়ারী)
পরিচালক

স্মারক নং- ১২.১৬.৮৫০০.০৪১.৯৯.২৭৫.২১/ ২৫৪(৫)

তারিখ ঃ ০৩.০৩.২০২৪ খ্রি.

অনুলিপি জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে ঃ

১. উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রংপুর/গাইবান্ধা/কুড়িগ্রাম/লালমনিরহাট/নীলফামারী জেলা।

পত্রের মর্মানুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য বিশেষ ভাবে বলা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনা মোতাবেক ০১ (এক) পাতা।

(মো: আব্দুল্লাহ আল মামুন)
উপপরিচালক
পক্ষে-অতিরিক্ত পরিচালক
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
রংপুর অঞ্চল, রংপুর।

মোঃ হাবিবুর রহমান, পিপিএএ
সিনিয়র সচিব
বিদ্যুৎ বিভাগ
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আধা-সরকারি পত্র নম্বর: ২৭.০০.০০০০.০৫২.৯৯.০০৯.২১- ২৬

তারিখ: ০৪ মাঘ, ১৪৩০ / ১৮ জানুয়ারি, ২০২৪

প্রিয় ওয়াহিদা,

জাতির পিতার 'স্বপ্নের সোনার বাংলা' গড়ার প্রত্যয়ে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ খাত অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণে সরকারের নানামুখী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে ইতোমধ্যে ক্যাপটিভ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২৯,৭২৭ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার সমন্বিত উন্নয়নের মাধ্যমে জনগণকে প্রত্যাশিত মানসম্মত ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখা এবং মুজিববর্ষে শতভাগ বিদ্যুতায়ন সফলভাবে সম্পন্ন করার স্বীকৃতিস্বরূপ বিদ্যুৎ বিভাগকে সরকার 'স্বাধীনতা পুরস্কার ২০২২' এ ভূষিত করে। এছাড়া দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং গ্রাহক সেবার মানোন্নয়নে মানোন্নয়নে ইআরপির মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখায় সরকার বিদ্যুৎ বিভাগকে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরস্কার ২০২২' প্রদান করে।

২। সরকার শিল্পায়ন, গৃহস্থালীসহ কৃষি কাজে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কিন্তু দেশে গ্যাসের পর্যাপ্ত সরবরাহ না থাকা, বহুবিধ কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি পণ্যের প্রাপ্যতা হ্রাস ও মূল্য পরিস্থিতির অস্থিতিশীলতার কারণে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও জ্বালানি সংকটের কারণে প্রায়ই উৎপাদন ঘাটতি দেখা দেয়। এ প্রেক্ষাপটে শুরু হচ্ছে চলতি সেচ মৌসুম যা এপ্রিল, ২০২৪ পর্যন্ত চলমান থাকবে। বিদ্যমান সীমাবদ্ধতা বিবেচনায় চলতি সেচ মৌসুমে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং বিদ্যুতের সাশ্রয়ী ও দক্ষ ব্যবহারে গ্রাহকদেরকে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে দৈনিক পত্রিকা, ইলেকট্রনিক মিডিয়া, সোশ্যাল মিডিয়া, মোবাইল এসএমএস ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণা চালানো প্রয়োজন।

৩। চলতি সেচ মৌসুমেও বিদ্যুতের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে। গত সেচ মৌসুমে দেশে বিদ্যুতের সর্বোচ্চ চাহিদা ছিল ১৬,০০০ মেগাওয়াট। ধারণা করা হচ্ছে চলতি সেচ মৌসুমে ১৭,৮০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ প্রয়োজন হবে। বিদ্যুতের চাহিদা মেটানোর জন্য সাশ্রয়ী ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগ ও আওতাধীন সকল সংস্থা/কোম্পানি ইতোমধ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে ও দপ্তরে বিদ্যুতের সাশ্রয়ী ও দক্ষ ব্যবহারের বিষয়ে প্রচারণা চালানোর অংশ হিসেবে আপনার মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন অধিদপ্তর, দপ্তর ও কর্পোরেশনের মাধ্যমে কৃষকদের বিদ্যুতের সাশ্রয়ী ও দক্ষ ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করার জন্য (ক) সেচে পানির সাশ্রয়ী ব্যবহারের লক্ষ্যে অল্টারনেট ওয়েট অ্যান্ড ড্রাই পদ্ধতি জনপ্রিয় করা এবং (খ) পিক-আওয়ার পরিহার করে রাত ১১:০০ ঘটিকার পর থেকে পরের দিন সকাল ০৭:০০ ঘটিকা পর্যন্ত অফ পিক-আওয়ারে সেচ পাম্পসহ সকল বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের বিষয়ে প্রচারণার মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

৪। বর্ণিতাবস্থায়, চলতি সেচ মৌসুমে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে কৃষকগণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য সেচে পানির সাশ্রয়ী ব্যবহারের লক্ষ্যে অল্টারনেট ওয়েট অ্যান্ড ড্রাই পদ্ধতি জনপ্রিয় করা এবং অফ-পিক আওয়ারে সেচ যন্ত্র পরিচালনার নিমিত্ত জনসচেতনতামূলক প্রচারণা কার্যক্রম গ্রহণে সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর, দপ্তর ও কর্পোরেশনকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানে আপনার ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপ প্রত্যাশা করছি। আপনার আন্তরিক সহযোগিতা দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণ এবং চলতি সেচ মৌসুমে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতকরণে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

শুভেচ্ছান্তে,

আন্তরিকভাবে আপনার

মোঃ হাবিবুর রহমান, পিপিএএ

জনাব ওয়াহিদা আক্তার
সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।